‘যাকে খুঁজেছে ক্লোজআপ ওয়ান’

তোমাকেই খুঁজছে বাংলাদেশ-এ স্লোগানকে ধারণ করে ক্লোজআপ ওয়ান যাত্রা শুরু করেছিল। তাদের এই লক্ষ্য বাস্তবে রূপ নিতে যাচ্ছে ২২ ডিসেম্বর। ক্লোজআপ ওয়ান যাকে খুঁজে পেতে যাচ্ছে ,তারা প্রতিভার সন্ধানে যাত্রা শুরু করেছিল এ বছরের মার্চ মাসে। রংপুর থেকে প্রতিযোগী বাছাইপর্ব শুরু হয়। পরবর্তীতে বগুড়া, সিলেট, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগীদের মধ্যে থেকে চূড়ান্ত পর্বের জন্য নির্বাচন করা হয়। এরপর ধাপে ধাপে বেরিয়ে আসে সেরা দশ। দশজনের মধ্যে থেকে পরবর্তীতে মনোনীত করা হয় ৩ জনকে। বর্তমানে এই ৩ জনের মধ্য থেকেই ক্লোজআপ ওয়ান পেয়ে যাবে একজনকে- যাকে খুঁজছিল এতোদিন।

অয়োজক সূত্রে জানা যায় , ২২ ডিসেম্বর রাত ৮টা ৩০ মিনিটে হোটেল সোনারগাঁওয়ের বলরুমে অনুষ্ঠিত আয়োজনে ঘোষণা দেয়া

‘আইডল আমাদের কনসেপ্ট মেকিং-এ সাহায্য করেছে’

তানভীর খান

প্রযোজক, ক্লোজআপ ওয়ান

সাপ্তাহিক ২০০০ : প্রথমবারের মতো এতোবড় একটি অনুষ্ঠান তৈরি করতে গিয়ে কী কী সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে?

তানভীর খান : আসলে সেভাবে বড় কোনো সমস্যায় আমাদের পড়তে হয়নি। বাংলাদেশের ‘টপ ক্লাশ’ কোম্পানিগুলো আমাদের সঙ্গে কাজ করেছে। ফলে অন্যদের ক্ষেত্রে যে প্রোবলেমগুলো হয় আমাদের সেটা হয়নি। তবে বেশ কিছু সমস্যা হতে পারতো, যেমন- ফিনানসিয়াল প্রোবলেম, ক্রিয়েটিভ প্রোবলেম বা মেকিং প্রোবলেম। তবে আমাদের আরেকটু গভীরে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল। যেমন : আমরা জেলায় জেলায় যেতে চেয়েছিলাম, তবে যেহেতু কয়েকটি বিষয় মাথায় রেখে আমাদের কাজটি করতে হয়েছে, প্রথমত, এটি একটি কম্পিটিশন, দ্বিতীয়ত, এর একটি কমার্শিয়াল ভ্যালু আমাদের যোগ করতে হবে। তৃতীয়ত, যে তরুণ ছেলেমেয়েগুলোকে আমরা তুলে আনছি তাদেরকে প্রোপার গাইডেন্সের মাধ্যমে আমাকে তৈরি করতে হবে।

২০০০ : কাজ করতে গিয়ে কখনো কি মনে হয়েছে যে এই জায়গাগুলো আরেকটু ভালো করতে পারলে ভালো হতো?

তানভীর খান : অবশ্যই মনে হয়েছে। আমাদের সমস্যা হলো তৈরি করা কোনো কাজ দেখে আমরা তা ভালোভাবে করতে পারি। তবে আমাদের সামনে ‘ওর মতো করে কর’ এমন কিছু তৈরি করা ছিল না। ছিল ‘ইন্ডিয়ান আইডল’ যেটাকে আমরা অনুকরণ করতে পারতাম। তবে বাংলাদেশ আর ইন্ডিয়ার মধ্যে পার্থক্য আকাশ-পাতাল। আমাদের ওদের মতো টেকনিক্যাল সাপোর্ট নেই, এতো স্টুডিও নেই। সব জায়গাগুলোতে যে কাজ করার জন্য থাকার মতো ভালো হোটেল বা পরিবেশ নেই। এমন অনেক জায়গায় আমরা গিয়েছি যেখানে সেট দাঁড় করানোর মতো জায়গা, এমনকি ইলেকট্রিসিটিও ছিল না। এ কারণে আমাদের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অনেক কিছু আমরা করতে পারিনি। হয়তো পরের বার আমরা এ ল্যাকিংসগুলো ধরে আগাতে পারবো। আমাদের সবচেয়ে বড় পাওয়া আমরা কিছু কোয়ালিটি সিংগারস্ পেয়েছি।

২০০০ : বর্তমানে যে তিনজন আছে তার মধ্যে কার বেরিয়ে আসার সম্ভাবনা বেশি বলে আপনারা মনে করছেন।

তানভীর খান : ওদের তিনজনেরই যথেষ্ট পপুলারিটি আছে। এমনকি দেশের বাইরেও ওদেরকে নিয়ে ‘ফ্যান ক্লাব’ তৈরি হচ্ছে। তিনজনই প্রায় সমান। একজন একজন করে বললে, যেমন: বিউটি ফোক গানের মধ্যে লালনের গানগুলো খুব ভালো গায়। আবার নোলক। নোলক-এর কথা বললে মানুষের সিমপ্যাথি, ভালোবাসা সবকিছুই আছে ওর জন্য। তবে এ সিমপ্যাথিগুলোকে আমরা প্রাধান্য দিচ্ছি না, কারণ আমাদের একজন কোয়ালিটি সিংগার দরকার। তবে ও এখন এতো ভালো গায়, যে গানই দেয়া হোক না কেন, ও সব গানই হুবহু সে রকম করে গাইতে পারে। আর রাজীবের কথা বলতে গেলে ও খুবই ভদ্র ও বিনয়ী একটা ছেলে এবং অসম্ভব ভালো গায়। তো এ তিনজনের যেকোনো একজন হলেই আমরা খুশি। তবে ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয় আমরা যে রকম সিংগার খুঁজছি, যার মধ্যে সব ধরনের গান গাওয়ার ক্ষমতা থাকবে তা ১০০ ভাগ আছে রাজীবের, ৯৮% নোলকের আর ৯৫% বিউটির। বিচারক ও দর্শকদের সাপোর্ট পেলে রাজীবেরই বেবিয়ে আসার সম্ভাবনা বেশি। এটা আমার ব্যক্তিগত মতামত।

২০০০ : অনেকের ধারণা ‘ইন্ডিয়ান আইডল’কে দেখে আপনারা এ অনুষ্ঠানটি করেছেন। আপনার কী মতামত?

তানভীর খান : কথাটি ঠিক এভাবে সত্যি নয়। অনেক আগে থেকেই এ ধরনের একটা প্রোগ্রাম করার চিন্তাভাবনা আমাদের ছিল। তবে ‘ইন্ডিয়ান আইডলের’ কাছ থেকে আমরা একটা সাপোর্ট পেয়েছি। ওরা আমাদের সামনে একটা মডেল তৈরি করে দিয়েছে যে এভাবে করলে আমরা সফল হতে পারবো। এ রকম একটা অনুষ্ঠান আমরা করতাম তবে কীভাবে করবো এটা ঠিক করতে পারছিলাম না। ইন্ডিয়ান আইডল আমাদের কনসেপ্ট মেকিং-এ সাহায্য করেছে।

হবে কে হচ্ছেন ক্লোজআপ ওয়ান। টপ থ্রিতে রয়েছেন নোলক, রাজীব এবং বিউটি। এই তিন জনের মধ্যে দর্শক ভোট এবং

ক্লোজআপ ওয়ানের নেপথ্যের কারিগর

বিচারকের রায়ে এগিয়ে আছেন নোলক। তবে যে-ই হোক ক্লোজআপ ওয়ান তিনি পাচ্ছেন ১০ লাখ টাকা, নিশান সানি গাড়ি এবং এক বছরের মিউজিক কন্ট্রাক্টসহ বেশ কিছু উপহার। প্রথম রানারআপ পাচ্ছেন ৫ লাখ নগদ টাকা, তৃতীয়জন পাচ্ছেন ৩ লাখ টাকা এবং এক বছরের মিউজিক কন্ট্রাক্ট। টপ টেন পাচ্ছেন আমেরিকায় কনসার্টের সুযোগ।

আঁলিয়েসের নতুন শাখা

রাজধানীর কূটনৈতিক এলাকা বারিধারায় চালু হয়েছে ফরাসি দূতাবাসের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র আঁলিয়েস ফ্রঁসেস-এর নতুন শাখা। নতুন এই শাখার উদ্বোধন উপলক্ষে ৫ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় বারিধারার ফ্রান্স ট্রেড কমিশন চত্বরে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ফরাসি দূতাবাস। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকায় নিযুক্ত ফরাসি রাষ্ট্রদূত জ্যাক আন্দ্রে। এছাড়াও ফরাসি দূতাবাসের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং বিভিন্ন দূতাবাস ও মিশনের প্রতিনিধি, ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ ও সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। আঁলিয়েস ফ্রঁসেস-এর দুটি শাখাতেই বিভিন্ন ধরনের বই, ম্যাগাজিন, 'অ্যানিমেটেড ফিল্ম, মিউজিক সিডি, কমিক্স বই পড়া ও উপভোগ করার সুযোগ আছে। এছাড়া এগুলো প্রয়োজনে বাড়িতেও নেয়া যাবে। এছাড়া ধানমন্ডি শাখায় বিভিন্ন প্রদর্শনী, নাটক, কনসার্ট, সেমিনার ও চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হবে। এবং দুটো শাখায় বিভিন্ন লেভেলের ফরাসি ভাষা শিক্ষা কোর্সের ব্যবস্থা আছে। ৩ মাসের এ কোর্সগুলোতে ৪৪ ঘণ্টা ফরাসি ভাষার ক্লাস নেয়া হবে। এবং এগুলোর ফি গড়ে ২০০০ থেকে ৩৫০০ টাকা। আগামী ২ জানুয়ারি ২০০৬ থেকে নতুন কোর্স শুরু হবে। এছাড়া এ কেন্দ্রে ডিইএলএফ, ডিএএলএফ, টিইএফ প্রভৃতি অফিসিয়াল ফরাসি মাননির্ণয়মূলক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় এবং ফ্রান্সে পড়াশুনার সম্পর্কিত সবধরনের তথ্য বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়।

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করা যাবে - বারিধারা শাখা : রোড নং-১, হাউস-২, বারিধারা। ফোন : ৮৮২২৭৫১-৪

তনিমা আরেফিন, মেহেদী হাসান সুমন

এ সপ্তাহের ঢাকা

- **এশীয় চলচ্চিত্র মেলা :** ১১ ডিসেম্বর থেকে ঢাকা চলচ্চিত্র সভা আলমগীর কবির চলচ্চিত্র কেন্দ্র মিলনায়তনে আয়োজন করেছে দশ দিনব্যাপী এশীয় চলচ্চিত্র মেলার। চলচ্চিত্র মেলায় বাংলাদেশসহ ইরান, ভুটান, আফগানিস্তান, জাপান, ভারত প্রভৃতি দেশের চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হচ্ছে। চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হচ্ছে প্রতিদিন বিকাল ৩টা ৩০ মিনিট এবং সন্ধ্যা ৬টায়।
- **শিল্পকলা একাডেমী :** বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর এক্সপেরিমেন্টাল হলে ২১ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় মঞ্চায়ন হবে মঞ্চ নাটক 'মানগুলা'। পালাকারের পরিবেশনায় নাটকটি রচনা করেছেন মঞ্জুরে মওলা আর নির্দেশনায় আমিনুর রহমান মুকুল।
- **শিল্পাঙ্গন :** ধানমন্ডির শিল্পাঙ্গনে শুরু হয়েছে অস্ট্রেলীয় আদিবাসী চিত্রকলা প্রদর্শনী। ১০ দিনব্যাপী এই প্রদর্শনী চলবে ২৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত। প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে ৭২টি শিল্পকর্ম। দর্শকের জন্য প্রদর্শনী খোলা থাকবে প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা এবং বিকাল ৫টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত।
- **হোটেল সোনারগাঁও :** হোটেলে সোনারগাঁও-এ শুরু হয়েছে ৮ দিনব্যাপী 'খাদ্য ও সংস্কৃতি উৎসব'। ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে। উৎসবে সুস্বাদু নানা রকমের খাদ্য প্রদর্শনী ছাড়াও থাকবে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক আয়োজন।
- **মুক্তালয় নাট্যাঙ্গন :** মুক্তালয় নাট্যাঙ্গন আয়োজন করতে যাচ্ছে ২৩ ডিসেম্বর থেকে ৩ মাসব্যাপী অভিনয় বিষয়ক কর্মশালা। কর্মশালায় অংশগ্রহণে আগ্রহীরা ২২ ডিসেম্বর ২টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত ফরম জমা এবং সাক্ষাৎকারে অংশ নিতে পারবেন। যোগাযোগ করা যেতে পারে ০১৭৫-৩৪৭৯০৯, ০১৭৮-৩০৮৩০৪ এই সেল নাম্বারে।
- **হাসান আর্ট গ্যালারি :** গুলশানের হাসান আর্ট গ্যালারিতে শুরু হয়েছে 'নিঃশব্দ শ্যামলিয়া' শিরোনামের একক চিত্র প্রদর্শনী। ২৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলা এ প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে ৪০টি চিত্রকর্ম। দর্শকের জন্য উন্মুক্ত থাকবে সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত।

অ্যাকটিং এন্ড ডিজাইনিং কোর্স

প্রাচ্যনাট স্কুল অব অ্যাকটিং এন্ড ডিজাইনিংয়ের দশম ব্যাচের ভর্তি শুরু হয়েছে। প্রাচ্যনাট পরিচালিত ছয় মাস মেয়াদি এই সার্টিফিকেট কোর্সে থাকছে লেকচার ক্লাস, থিয়েটার গেমস, পথনাটক, ইম্প্রোভাইজেশন, মৌলিক ভিডিওগ্রাফি এবং মঞ্চনাটক প্রযোজনা। এই কোর্সের ক্লাস শুরু হবে জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহ থেকে। শিক্ষার্থীরা ৩৮ ঘন্টা তত্ত্বীয় এবং ৬১ ঘন্টা ব্যবহারিক ক্লাস শেষে পূর্ণাঙ্গ মঞ্চনাটক প্রযোজনা করতে পারবেন। কোর্সের ক্লাস নেবেন দেশের স্বনামধন্য নাট্য ব্যক্তিত্ব ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ। কোর্সে অংশ নিতে আগ্রহীদের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকতে হবে উচ্চমাধ্যমিক পাস। অংশ নিতে যোগাযোগ করতে হবে -প্রাচ্যনাট, ২২ দিলু রোড, মগবাজার, ঢাকা। এই ঠিকানায় প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬ টা থেকে রাত ৯ টার মধ্যে আবেদনপত্র সংগ্রহ এবং জমা দেয়া যাবে। ফোন-৭২০১৩৪৬, ৮৩১১৭১৫। সেল ফোন-০১৯১৩৪১১৪৯, ০১৮৯২৩৯৬৬৯।

সুস্থ খাসির মাংস

খাসি ভেবে বকরীর মাংস Lv‡"Qb না তো? বিয়ে, জন্মদিন কিংবা অন্য যে কোনো অনুষ্ঠানের জন্য আমরা নিজস্ব খামারে, আধুনিক পরিচর্যায় বেড়ে ওঠা সুস্থ খাসির মাংস সরবরাহ করে থাকি। নিশ্চয়তা রয়েছে স্বাস্থ্যসম্মত মাংসের। প্রয়োজনে আপনার সামনে জবাই করে দেয়া হবে।

ব্ল্যাক বেঙ্গল গোট ফার্ম
২২/১৫, খিলজী রোড, শ্যামলী মোহাম্মদপুর, ঢাকা
9137450, 0178194753